Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501063

OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75

SJIF Impact Factor 3.481

Sociolinguistic Structure and Urban-Suburban Conflict in Shyamal Gangopadhyay's Short Stories: A Sociolinguistic Analysis

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে সামাজিক ভাষা বিন্যাস ও নগর-মফস্বল দ্বন্দ্ব: একটি সামাজিক ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

Mousumi Jana
Researcher
Bengali Department
Panskura Banamali College (Autonomous)

Received on: 29th April 2026
Accepted on: 15th May 2026

Abstract:
In the short stories of Shyamal Gangopadhyay, the use of language is not merely a literary ornament, but is considered a realistic reflection of social reality. In this paper, through close reading of several selected stories- Ghorer Monmejaj, Bombay Road-er Radha, Sidhu Paler Himsagar, Matsyapurana, Basi Purushmanush, and Nodi-the social structure of language, forms of address, code-switching, and the urban-mofussil conflict have been analysed. The discussion shows that the language of the characters is closely related to their social position, educational background, and mental state. The language of urban characters reflects modernity and power through the use of English mixing and short, directive sentences. On the other hand, the language of rural characters shows regionality, simplicity, and an explanatory tendency. Changes in forms of address-such as from 'apni' to 'tumi' indicate intimacy or distance in relationships, turning language into a social indicator. Additionally, in these stories. language often acts as a field of silent conflict, where class inequality and social distance are expressed through dialogue rather than direct events. The linguistic differences between urban and mofussil settings are not merely regional, but reflect cultural and economic divisions. In the contemporary context, the relevance of these linguistic features has increased further, as the Bengali language is gradually changing under the influence of multilingual factors. As a result, Shyamal Gangopadhyay's short stories provide an important research foundation for understanding the interrelationship between language, society, and identity, where language is reflected not only as a medium of communication but also as an active force in constructing social reality.

Key Words:
Sociolinguistics, linguistic structure, urban-mofussil conflict, class disparity, linguistic uncertainty

মূল প্রবন্ধ

ভূমিকা:

© Santiniketan Sahityapath

ছোটোগল্পকে বৃহত্তর ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করলে যে-কোনো সাহিত্যে ভাষা কেবল বর্ণনার মাধ্যম নয়, বরং চরিত্র, সমাজ ও সংস্কৃতির গভীর বাস্তবতাকে প্রকাশের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। বিশ্বজুড়ে আধুনিকায়ন, নগরায়ণ ও বিশ্বায়নের ফলে ভাষা ক্রমশ বহুভাষিক ও মিশ্র রূপ ধারণ করছে, যেখানে স্থানীয় ভাষার সঙ্গে বৈশ্বিক ভাষার (বিশেষত ইংরেজি) আন্তঃক্রিয়া একটি নতুন ভাষা-সংস্কৃতি গড়ে তুলছে। এই প্রক্রিয়ায় ভাষা শুধু যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে নয়, বরং সামাজিক মর্যাদা, আধুনিকতার পরিচয় এবং সাংস্কৃতিক পুঁজির সূচক হিসেবেও কাজ করছে। বাংলা সাহিত্যেও এর অন্যথা হয় নি, বিশেষত শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে ভাষার ব্যবহার বহুমাত্রিক, যেখানে সামাজিক স্তর, পেশা, শিক্ষা, স্থানিক পরিচয় এবং সাংস্কৃতিক মানসিকতার প্রতিফলন সুস্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়। তাঁর গল্পে নগর ও মফস্বল জীবনের দ্বন্দ্ব কেবল বিষয়বস্তু হিসেবে নয়, ভাষার ভিন্নতর ব্যবহারের মধ্য দিয়েও প্রকাশিত হয়েছে। ফলে ভাষা এখানে একটি সমাজ-সাংস্কৃতিক চিহ্নক হিসেবে কাজ করে, যা চরিত্রের অবস্থান ও মানসিকতাকে নির্ধারণ করে। সমাজভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই ভাষাবিন্যাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে নগরভিত্তিক মানভাষা ও মফস্বলের আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে একটি ক্ষমতাগত ও সাংস্কৃতিক টানাপোড়েন বিদ্যমান। এই প্রেক্ষিতে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পগুলি নগর-মফস্বল বিভাজনের ভাষিক রূপায়ণকে বোঝার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। তাই এই প্রবন্ধে তাঁর নির্বাচিত ছোটোগল্পসমূহের আলোকে সামাজিক ভাষাবিন্যাস ও নগর-মফস্বল দ্বন্দ্বকে সমাজভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হবে, যেখানে ভাষার মাধ্যমে পরিচয়, শ্রেণি ও ক্ষমতার সম্পর্ক উন্মোচিত হবে।

মূল আলোচনা:

বাংলা সাহিত্যে ষাট-সত্তরের দশকে যে বাস্তবধর্মী ও সামাজিক চেতনার বিকাশ ঘটে, তার অন্যতম শক্তিশালী কণ্ঠস্বর হলেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় যিনি একজন প্রখ্যাত বাঙালি ঔপন্যাসিক ও গল্পকার ছিলেন। তাঁর প্রথম ছোটোগল্প 'চর' ১৯৫৩ সালে 'অগ্রণী' পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। ১৯৬১ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগ দেওয়ার পর তাঁর ছোটোগল্প 'হাজরা নস্করের যাত্রাসঙ্গী' ও 'ধানকেউটে' প্রকাশিত হয়। পরবর্তী দশকগুলিতে তিনি উপন্যাসের পাশাপাশি ছোটোগল্প রচনায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর গল্পসমগ্রের প্রথম চার খণ্ড বাংলা পাঠক মহলে রমরমিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে 'গল্পসমগ্র ৪র্থ খণ্ড'এ (প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫) বিভিন্ন সংকলিত ছোটোগল্প রয়েছে।

২০১৬ সালে প্রকাশিত সংকলন 'পঁচিশটি গল্প'এ শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের ২৫টি নির্বাচিত ছোটোগল্প স্থান পায়। এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত কিছু প্রাসঙ্গিক গল্প ও তাদের প্রকাশনাভিত্তিক বিবরণ নিম্নরূপ: 'ঘোড়ার মনমেজাজ' ১৯৯৫ সালের গল্পসমগ্র ৪র্থ খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত; 'বোম্বে রোডের রাধা' ২০১৬এর 'পঁচিশটি গল্প' সংকলনে; সিধু পালের হিমসাগর' ('পঁচিশটি গল্প' ২০১৬); 'মৎস্যপুরাণ' ('পঁচিশটি গল্প' ২০১৬); 'বাসি পুরুষমানুষ' ('পঁচিশটি গল্প' ২০১৬); 'নদী' ('পঁচিশটি গল্প' ২০১৬)। এছাড়াও অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গল্পসমূহ: 'ঝিঝোটি দাদরা', 'উত্তর কুরুক্ষেত্র', 'পাগলাঘণ্টি', 'অপমানের স্বাদ', 'মানুষ কতদিন বাঁচতে পারে' ইত্যাদি বিভিন্ন গল্পসংকলনে স্থান পেয়েছে। তাঁর ছোটোগল্পে মধ্যবিত্ত জীবন, প্রান্তিক মানুষের অভিজ্ঞতা এবং নগরায়ণের অভিঘাত বিশেষ গুরুত্ব আছে। এই গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণে সমাজভাষাতত্ত্বকে মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে যা ভাষা ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়, বরং এটি একটি সামাজিক অনুশীলন, যার মাধ্যমে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী নিজেদের পরিচয়, শ্রেণি, ক্ষমতা ও সাংস্কৃতিক অবস্থান প্রকাশ করে। William Labov (1972) ভাষার বৈচিত্র্য ও সামাজিক স্তরবিন্যাসের সম্পর্ক তুলে ধরেন, যেখানে উচ্চারণ ও ভাষা ব্যবহারের ধরন সামাজিক অবস্থানের সঙ্গে যুক্ত। Dell Hymes (1974) communicative competence ধারণা ভাষার সামাজিক প্রেক্ষিতে যথাযথ ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দেয়, এবং Basil Bernstein এর (1964) restricted code ও elaborated code ধারণা ভাষা ও শিক্ষাগত-সামাজিক বৈষম্যের সম্পর্ক নির্দেশ করে। এই তত্ত্বগুলির আলোকে ভাষাকে একটি গতিশীল ও সামাজিকভাবে নির্ধারিত প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা হয় যা সমাজের কাঠামোকে প্রতিফলিত ও পুনর্গঠিত করে।

নগর-মফস্বল বিভাজনের প্রেক্ষিতে এই তাত্ত্বিক কাঠামো ভাষার বহুমাত্রিক রূপকে ব্যাখ্যা করে। নগরাঞ্চলে ইংরেজি ও প্রভাবশালী ভাষার আধিপত্য এবং ভাষিক মর্যাদার ধারণা Pierre Bourdieu এর (1991,1984) linguistic capital তত্ত্বের মাধ্যমে

© Santiniketan Sahityapath

ব্যাখ্যা করা যায়, যেখানে ভাষা সামাজিক পুঁজি হিসেবে কাজ করে। অন্যদিকে মফস্বল অঞ্চলে আঞ্চলিক ভাষা, উপভাষা ও লোকজ শব্দভাণ্ডার স্থানীয় পরিচয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বাহক হলেও, অনেক ক্ষেত্রে তা নিম্ন মর্যাদাসম্পন্ন হিসেবে চিহ্নিত হয়, যা ভাষার মাধ্যমে সামাজিক বৈষম্যকে নির্দেশ করে। এই প্রেক্ষিতে ভাষা একটি সামাজিক নির্মাণ, যা পরিচয় গঠন, ক্ষমতার সম্পর্ক এবং সাংস্কৃতিক আধিপত্যকে প্রকাশ করে। কোড পরিবর্তনের (code-switching) মাধ্যমে ব্যক্তি ভিন্ন সামাজিক পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভাষার ব্যবহার করে যা ভাষার অভিযোজন ক্ষমতা ও সামাজিক তাৎপর্যকে তুলে ধরে। তাই এই গবেষণায় সমাজভাষাতত্ত্বের ধারণাগুলিকে ব্যবহার করে নগর ও মফস্বল অঞ্চলের ভাষিক বৈচিত্র্য, ভাষার মর্যাদা এবং পরিচয়-নির্মাণের প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করা হবে। উক্ত প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হলো —

(ক) শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে ভাষার সামাজিক বিন্যাস বিশ্লেষণ করা

(খ) নগর ও মফস্বল জীবনের দ্বন্দ্ব ভাষার মাধ্যমে কীভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করা

(গ) সমাজ ভাষাতাত্ত্বিক তত্ত্বের আলোকে এই বিশ্লেষণকে প্রতিষ্ঠিত করা

গল্পবিশ্লেষণ: ভাষা, কথ্যতা ও সামাজিক ভাষাবিন্যাস

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে ভাষা একটি বহুমাত্রিক সামাজিক চিহ্নব্যবস্থা, যা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়, বরং ক্ষমতা, শ্রেণি, পরিচয় ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যের জটিল আন্তঃসম্পর্ককে নির্মাণ করে। Mikhail Bakhtinএর (1981) heteroglossia ধারণা অনুযায়ী, সাহিত্যে বহুস্বরিক ভাষার উপস্থিতি সামাজিক বাস্তবতার বহুমাত্রিকতা প্রকাশ করে। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পগুলিতে প্রমিত বাংলা, কথ্য ভাষা, আঞ্চলিক উচ্চারণ, ইংরেজি শব্দ এবং উপনিবেশিক ভাষার চিহ্ন একত্রে একটি বহুভাষিক ক্ষেত্র তৈরি করে, যা নগর-মফস্বল দ্বন্দ্বকে ভাষিক স্তরে দৃশ্যমান করে তোলে। নিম্নে নির্বাচিত কয়েকটি গল্পের মধ্যে ভাষাতত্ত্বের উপাদানগুলি মূল্যায়ন করা হলো।

‘ঘোড়ার মনমেজাজ’ (‘গল্পসমগ্র ৪র্থ খণ্ড’, ১৯৯৫) — মফস্বল শহরের পার্থক্যই মূল থিম। গল্পের বর্ণনায় ‘মফঃস্বল শহরে’, ‘পার্ক স্ট্রিট’ ইত্যাদি শব্দগুচ্ছ উঠে এসেছে যা গ্রামের সহজ জীবনের তুলনায় শহুরে অভিজ্ঞতার প্রক্ষেপণ। এখানে বর্ণনাকারীর ভাষা বেশ শিক্ষিত এবং শুদ্ধ; কিন্তু অভিজ্ঞতাগত দিক থেকে নগর ও গ্রামের পরিবর্তন স্পষ্ট হয় (উদাহরণ, কলকাতার পার্ক স্ট্রিটে বসা, নিউইয়র্ক-টোকিও ভ্রমণ ইত্যাদি)। মূলত এই গল্পে বর্ণনাকারীর ভাষা প্রমিত ও শিক্ষিত, যা Pierre Bourdieu (1991, 1984) linguistic capital ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত। ‘পার্ক স্ট্রিট’, ‘নিউইয়র্ক’, ‘টোকিও’ ইত্যাদি উল্লেখ ভাষাকে একটি বৈশ্বিক নাগরিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করে এবং এই অভিজ্ঞতা একটি বিশেষ শ্রেণির সাংস্কৃতিক পুঁজির প্রতিফলন। এখানে ভাষা একটি symbolic marker of class privilege — যার মাধ্যমে শহুরে অভিজ্ঞতা স্বাভাবিক ও উচ্চতর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। মফস্বল সরাসরি অবমূল্যায়িত না হলেও, তা একটি ‘অপর’ হিসেবে নির্মিত, যা Bourdieuএর প্রতীকী আধিপত্যের ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

‘বোম্বে রোডের রাধা’ (সংকলন: ‘পঁচিশটি গল্প’, ২০১৬) কোচবিহীন শহুরে পল্লী পরিবেশে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা ও সংঘাতের কথা বলা হয়। সংলাপে দেখা যায় স্থানীয় বাহাত্তর বিদ্যুৎ হাউসের কোলাহলপূর্ণ ভাষা। উদাহরণস্বরূপ, এক চরিত্র বলছে: ‘তুমি তো কলকাতার হট অফার মাইনে তো দেখো... অমনি একটা লোক দৌড় করে ঘরে ঢুকল।’, ‘ফেরত পেলি? এমন কোথায় পাবি!’ (কলকাতার রাস্তায় হকারের গালি) ইত্যাদি সরল কথ্য বাংলা ব্যবহার আছে। এখানে ‘অফিস’, ‘ফ্ল্যাট’ ইত্যাদি ইংরেজি শব্দ মিশ্রিত হয়েছে এবং ‘বাবু’, ‘ভাই’ ইত্যাদি আর্চভাষা (পীড়িত লোকের অভিবাদন) পাওয়া যায়। মর্মন্তুদ চিৎকারে (‘... ছিঃ ছিঃ! এই টাকা কেউ ঠকায়!’) বলতে গালি-গালাজ মিশ্রিত হওয়া দেখা যায়। ভাষা উচ্চারণের টানই শহরের নিম্নবিত্ত এবং ঐতিহ্যবাহী খাঁটি বাংলার দ্বন্দ্ব বোঝায়। এখানে নিম্নবিত্ত চরিত্রদের ভাষা প্রমিততার বিরোধিতা করে এবং একটি counter-discourse তৈরি করে। ইংরেজি শব্দের মিশ্রণ (যেমন ‘ফ্ল্যাট’, ‘অফিস’) দেখায় যে আধুনিকতার ভাষা স্থানীয়ভাবে রূপান্তরিত হয়েছে। এই ভাষা বিশৃঙ্খল হলেও তা সামাজিক বাস্তবতার যথার্থ প্রতিফলন, যা সাবঅল্টার্ন জীবনের প্রতিরোধী চেতনা বহন করে।

‘মৎস্যপুরাণ’: (সংকলন: ‘পঁচিশটি গল্প’, ২০১৬) গ্রামের কেশদাঙ্গা থেকে আসা মুকুন্দ নামক গ্রামজ প্রবাসী কলকাতার সরকারি অফিসে চাকরি পেয়ে আসে। গল্পে মুকুন্দের কটাক্ষপূর্ণ গ্রামীণ ভাষণ বনাম সহকর্মীদের আধুনিক বাকপ্রয়োগের পাল্লা তুলে ধরা

© Santiniketan Sahityapath

হয়। উদাহরণস্বরূপ, মুকুন্দ বলেন: 'আমাদের দেশের মাছগুলো যান্তদশায় কলকাতার ক্লাস ওয়ান-টু-এর বাচ্চাদের সাইজ' যা শহুরে পরিবেশের সঙ্গে তার গ্রামীণ অভিজ্ঞতার বৈপরীত্য নির্দেশ করে। সহকর্মীরা তাঁকে 'তুই' বলে দুর্ব্যবহার করে (যেমন, 'আর চুপ কর, তোর আবার কী বলার আছে?') — যা কর্পোরেট শহুরে শ্রেণির উচ্চতর মর্যাদা বোঝায়। এখানেও ইংরেজি শব্দ আছে: 'রাজভবনে', 'স্যান্ডেল' ('রাজ্যপালের সাবানজ')। সহকর্মীদের উপহাস ও শাসন ('চুপ কর') দেখায় শহুরে ভাষায় গ্রাম্য ভাষার প্রতি প্রভূত বিদ্বেষ আছে। এখানে ভাষা-ব্যবহার সামাজিক স্থান নির্ধারণের স্পষ্ট উদাহরণ। মূলত এই গল্পে ভাষা সরাসরি ক্ষমতার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। মুকুন্দের গ্রামীণ ভাষা তার পরিচয়ের বাহক হলেও শহুরে সহকর্মীদের কাছে তা অবমূল্যায়িত। তাকে 'তুই' সম্বোধন করা Pierre Bourdieuএর (1991) symbolic violence ধারণার একটি স্পষ্ট উদাহরণ, যেখানে ভাষার মাধ্যমে সামাজিক অপমান ও ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় ভাষা একটি gatekeeping mechanism হিসেবে কাজ করে, যা নির্ধারণ করে কোন্ ভাষা গ্রহণযোগ্য এবং কোন্‌টি প্রান্তিক।

'বাসি পুরুষমানুষ': একটি পারিবারিক নাটক, যেখানে ভাষার সম্মানসূচকতা ও ঘনিষ্ঠতা মোতাবেক সর্বনাম এবং সম্বোধনের রূপ পরিবর্তিত হয়। শুরুতে বয়োজ্যেষ্ঠ স্বামী 'আপনি' বলে ওঁকে সম্বোধন করতে চান, কিন্তু বিপরীত তরুণ বন্ধু তাঁকে 'তুমি' বলে ডাকতে অনুরোধ করে। সংলাপে পরপর প্রয়োগ হচ্ছে 'আপনি' এবং 'তুমি': 'আপনি আর আসবেন না। আমায় আপনি-আপনি করে কথা বলছ? তুমি তো আমার নাম ধরে ডাকতে।' এই অংশে 'আপনি' থেকে 'তুমি' প্রবেশ ঘটেছে যা সামাজিক দূরত্ব কমানোর সংকেত। এছাড়া গল্পে 'ডিভোর্স', 'ফোনে' ইত্যাদি ইংরেজি শব্দ (এলমেন্ট) দেখা যায় যা শহুরে শিক্ষিত মানুষের ভাষা ব্যবহারের ইঙ্গিত। ভাষা-স্তর ও সম্বোধনের নিয়ম কাহিনির উত্তেজনা বাড়ায়। এই গল্পে 'আপনি' ও 'তুমি'র পরিবর্তন Basil Bernsteinএর ভাষা ও সামাজিক সম্পর্কের ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত। 'আপনি' দূরত্ব ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ নির্দেশ করে, আর 'তুমি' ঘনিষ্ঠতা ও সমতার সূচক। এই পরিবর্তন সম্পর্কের ক্ষমতাগত রূপান্তরকে নির্দেশ করে। একই সঙ্গে 'ডিভোর্স', 'ফোন' প্রভৃতি শব্দ আধুনিক শহুরে জীবনের প্রাতিষ্ঠানিক বাস্তবতাকে ভাষায় অন্তর্ভুক্ত করে। ফলে ভাষা এখানে একটি relational এবং institutional tool — যা সম্পর্ককে পুনর্গঠন করে।

'নদী': গল্পটি গঙ্গার ধারে পুরনো কলকাতার চিত্রায়ন। কাহিনিতে বাঙালি শিকারি শঙ্খচিল ও অভাবভিজন শকুন, বিক্রিত রেশনের সামগ্রী, ফ্যাক্টরি অফিস, এবং পুরাতন ডাচ আমলার স্মৃতি মিশ্রিত। তাই কথা বাঙালির সঙ্গে পুরনো উপনিবেশকালীন ইংরেজি শব্দের সমাবেশ একটি দ্বৈতভাষিক জনপদ নির্দেশ করে। অর্থাৎ, গোটা পরিবেশেই বাংলা ও ইংরেজি মিলেমিশে আছে যা শহরের ঐতিহাসিক স্তর এবং স্থান পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে। প্রধানত এই গল্পে ভাষা একটি ঐতিহাসিক স্তরবিন্যাস তৈরি করে, ইংরেজি ও বাংলা ভাষার সহাবস্থান শহরের উপনিবেশিক অতীত ও আধুনিকতার সংমিশ্রণকে নির্দেশ করে। Eastern Limit 1861 বা Dutch Governor এর মতো শব্দগুচ্ছ ভাষাকে একটি আর্কাইভে পরিণত করে, যেখানে সময়, স্থান ও ইতিহাস একত্রে উপস্থিত। এই বহুভাষিকতা শহরের পরিবর্তনশীল পরিচয় ও সাংস্কৃতিক স্তরকে প্রকাশ করে।

উপরের উদাহরণসমূহে দেখা যায় ভাষা সহজ কথা, শিক্ষিত উচ্চ, গ্রামীণ আঞ্চলিক উচ্চারণ ও বিদেশি শব্দ সবই সাংঘাতিকভাবে মিশ্রিত। সমাজভাষাত্ত্বিক দৃষ্টিতে, প্রতিটি চরিত্রের ভাষা-ধারণা তাদের সামাজিক স্থান ও মনোভাবের প্রতিচ্ছবি: মেয়ের সম্মানিত উচ্চভাষা বনাম গ্রামের কাঁঠালু ভাষা, কোড-সুইচিং (যেমন 'ডিভোর্স', 'স্যান্ডেল') আধুনিকতার প্রতীক, 'আপনি-তুমি' ইত্যাদি সম্বোধন ফর্ম ঘনিষ্ঠতার সূচক ইত্যাদি।

এই সকল ভাষাগত চিহ্ন এবং পরিস্থিতি থেকেই নগর-মফস্বল দ্বন্দ্ব ও সামাজিক ভাসাবিন্যাসের চিত্র ফুটে ওঠে।

গল্পের নাম	ভাষার ধরন	উদাহরণ (সংলাপ/ উদ্ধৃতি)	ভাষাগত বৈশিষ্ট্য	সামাজিক অর্থ	বিশ্লেষণ
মৎস্যপুরাণ	গ্রামীণ বনাম শহুরে	'চুপ কর, তোর আবার কী বলার আছে!'	নির্দেশমূলক, অপমানসূচক, সংক্ষিপ্ত বাক্য	শ্রেণিগত আধিপত্য, শহুরে ক্ষমতা	ভাষার মাধ্যমে শহুরে চরিত্র গ্রামীণ চরিত্রকে দমন করছে; 'তুই' ব্যবহার সামাজিক নিম্নস্থ অবস্থান নির্দেশ করে
বাসি পুরুষমানুষ	সম্বোধন-ভিত্তিক ভাষা	'আপনি... তুমি তো আমার নাম ধরে ডাকতে'	সম্বোধনের পরিবর্তন (আপনি-তুমি)	সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা/দূরত্ব	ভাষা সম্পর্কের মানসিক পরিবর্তনকে দৃশ্যমান করে; সামাজিক দূরত্ব কমে বা বাড়ে
বোম্বে রোডের রাধা	শহুরে কথ্য + ইংরেজি মিশ্রণ	'অফিস', 'ফ্ল্যাট', 'মাইনে'	কোড-সুইচিং, খণ্ডিত বাক্য, দ্রুত গতি	আধুনিকতা, মধ্যবিত্ত জীবন	শহুরে জীবনের বাস্তবতা ও গতিশীলতা ভাষায় প্রতিফলিত; ভাষা= পেশাভিত্তিক পরিচয় পরিবর্তন নির্দেশ করে
নদী	দ্বৈত ভাষিক (বাংলা + ইংরেজি)	'Eastern Limit-1861'	ইংরেজি খোদাই, ঐতিহাসিক শব্দ	উপনিবেশিক স্মৃতি, ক্ষমতার চিহ্ন	ভাষা এখানে ইতিহাসের বাহক; ইংরেজি= আধিপত্যের নিদর্শন
সিধু পালের হিমসাগর	গ্রামীণ কথ্য	লোকজ শব্দ, সরল বাক্য	আঞ্চলিকতা, ধীর গতি	প্রান্তিকতা কিন্তু স্বাভাবিকতা	গ্রামীণ ভাষা বাস্তব ও স্বতঃস্ফূর্ত; সামাজিকভাবে নিচু হলেও সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ
পাগলাঘণ্টি	কথ্য+মানসিক ভাঙন	অপ্রাসঙ্গিক/ খণ্ডিত সংলাপ	ভাঙা বাক্য, পুনরাবৃত্তি	মানসিক অস্থিরতা	ভাষা চরিত্রের মানসিক অবস্থায় প্রতিফলন

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে ভাষার যে বহুমাত্রিক ব্যবহার লক্ষ করা যায়, তা সমকালীন বাংলা ভাষা-সংস্কৃতির আলোচনায় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বর্তমান বিশ্বায়ন ও ডিজিটাল যোগাযোগের যুগে বাংলা ভাষা ক্রমশ বহুভাষিক প্রভাবের অধীন হয়ে একটি মিশ্র ও গতিশীল রূপ ধারণ করেছে, যেখানে ইংরেজি শব্দের অন্তর্ভুক্তি কেবল প্রয়োজনগত নয়, বরং সামাজিক মর্যাদা ও আধুনিকতার চিহ্ন হিসেবেও কাজ করে। এই প্রেক্ষাপটে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে শহুরে চরিত্রদের ভাষায় কোড-সুইচিং ও কোড-মিক্সিং-এর যে উপস্থিতি দেখা যায়, তা আধুনিক ভাষাগত বাস্তবতার একটি পূর্বসূচনা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তাঁর রচনায় ভাষার এই পরিবর্তনশীলতা প্রমাণ করে যে ভাষা একটি স্থির সত্তা নয়; বরং তা সামাজিক পরিবর্তন, পেশাগত কাঠামো এবং সাংস্কৃতিক অভিযোজনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত।

© Santiniketan Sahityapath

অপরদিকে, সমকালীন সমাজে ভাষা সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ও বর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করছে যা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে প্রতিফলিত ভাষাগত দ্বন্দ্বের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। মফস্বল বা গ্রামীণ পটভূমি থেকে আগত ব্যক্তিরা শহুরে পরিবেশে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে প্রায়শই মান্য ভাষা ও ইংরেজি-প্রভাবিত কথনরীতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করে, যার ফলে একটি ভাষাগত অনিশ্চয়তা বা পরিচয়-সংকটের সৃষ্টি হয়। এই দ্বৈত ভাষা চর্চা একদিকে সামাজিক অগ্রগতির সম্ভাবনা তৈরি করলেও, অন্যদিকে ব্যক্তির সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকে চ্যালেঞ্জ করে। অতএব, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে ভাষার যে সামাজিক বিন্যাস ও দ্বন্দ্ব চিত্রিত হয়েছে, তা কেবল তাঁর সময়ের প্রতিফলন নয়; বরং বর্তমান ভাষা-পরিবর্তন, সামাজিক গতিশীলতা এবং পরিচয়-নির্মাণের প্রক্রিয়া বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণামূলক ভিত্তি প্রদান করে।

উপসংহার:

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পগুলিতে ভাষা ও ভাষাভাবনার বিভিন্ন মাত্রা লক্ষ করা যায়। নগর ও মফস্বল চরিত্রদের কথোপকথন ও বর্ণনায় ভাষার লয়, সম্বোধন, কোড-সুইচিং ও উচ্চারণের বৈচিত্র্য স্পষ্ট। যেমন, শহুরে শিক্ষিত চরিত্ররা মাঝে মাঝে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে (‘ডিভোর্স’, ‘স্যান্ডেল’ ইত্যাদি), উচ্চ ভাষার ধারণাও করে; অপরদিকে গ্রামীণ পটভূমির চরিত্ররা সরল, আঞ্চলিক উচ্চারণে কথা বলে। এই সমস্ত ভাষাগত সূচক (indexicality) দলিল করে যে সামাজিক অবস্থান, শ্রেণি-বিভেদ ও সংস্কৃতি আছে। বাংলা সমাজভাষাত্ত্বের জন্য এ ধরনের সাহিত্যিক বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ: এটি বাংলা ভাষার বহুমাত্রিক ব্যবহার ও মনোভাব বোঝাতে সাহায্য করে। ভবিষ্যতে আরো গভীর গবেষণায় অন্য কথাসাহিত্যিকদের ভাষাবৈচিত্র্য পর্যালোচনা করা যেতে পারে, এবং পাঠক-লেখক উভয়ের ভাষা-আইডিয়োলজি বিশ্লেষণ করলে নগর-মফস্বল দ্বন্দ্বের সামাজিক কাঠামো সম্পর্কে আরো অবহিত হওয়া সম্ভব।

গ্রন্থপঞ্জি:

১। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, ‘পঁচিশটি গল্প’, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৬

২। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, ‘গল্পসমগ্র (চতুর্থ খণ্ড)’, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫

৩। William Labov, ‘Sociolinguistic Patterns’, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1972

৪। Dell Hymes, ‘Foundations in Sociolinguistics: An Ethnographic Approach’, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1974

৫। Basil Bernstein, ‘Elaborated and Restricted Codes: Their Social Origins and Some Consequences’, American Anthropologist, Vol. 66, No. 6, 1964

৬। Pierre Bourdieu, ‘Language and Symbolic Power’, Harvard University Press, Cambridge, 1991

৭। Mikhail Bakhtin, ‘Discourse in the Novel’, in Michael Holquist (ed.), The Dialogic Imagination: Four Essays, Austin: University of Texas Press, 1981

৮। Pierre Bourdieu, ‘Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste’, Cambridge: Harvard University Press, 1984

—

© Santiniketan Sahityapath